ত্রয়োদশ অধ্যায়
দারিদ্র বিমোচন

[ঘনবসতিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের এদেশে ২০০৫ সালে চরম দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা পদ্ধতিতে) ছিল ৪০.৪ শতাংশ (বাংলাদেশের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ- HIES ২০০৫ অনুযায়ী) যা ২০১০ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশে (বাংলাদেশের খানা ব্যয় জরিপ- HIES ২০১০ এর প্রাথমিক হিসাব মতে)। অপরদিকে UNDP-Human Development Report ২০১৩ এর তথ্যমতে Multi-dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯২। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০১৩ ও ২০২১ সালের মধ্যে এ দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা, অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন, দীর্ঘমেয়াদী রুপকল্প হিসাবে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) এবং ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন- এর বিষয়ে সরকারের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের ব্যয় বাবদ মোট বরাদ্দ রয়েছে ৯৭,৪২৮.৬০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫০.৮১ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ২২,১৯২.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে । এর আওতায়- বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী আছে। দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন ব্যাংক এবং NGO সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ হয়েছে ২২,৮৪৯.৭৭ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২২,৪০৩.৬৩ কোটি টাকা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১,০৮,১৬০.১৭ কোটি টাকা ও ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৯৭,২৬১.০৭ কোটি টাকা। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।]

দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত এদেশের দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্রের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এদেশে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার হার বর্তমানে ৩১.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে গবেষণামূলক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক দশকে (২০০১-২০১০) বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় দেড় কোটি। অথচ এর ঠিক আগের দশকে অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছিল মাত্র ২৩ লাখ। এ সফলতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত দেশের সকল ধরণের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির গুরত্বপূর্ণ নির্দেশক। দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পেছনে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং একই সাথে সামাজিক উদ্যোগের গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার কারনে মানব উন্নয়ন সূচকেও লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে। Human Development Report 2013 অনুযায়ী ২০১২ সালে বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬তম। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) তালিকাভুক্ত ১০৬টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯২ (নিম্ন মানের HDI), যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল (নিম্ন মানের HDI), পাকিস্তান (নিম্ন মানের HDI), ভারত (মধ্যম মানের HDI), ও শ্রীলংকার (মধ্যম মানের HDI) MPI মান ছিল যথাক্রমে ০.২১৭, ০. ২৬৪, ০.২৮৩, ও ০.০২১ ।

বাংলাদেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দারিদ্র বিমোচন। এ উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশ আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশল পত্রের সময়োপযোগী সংশোধন (জাতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র-২ (২০০৯-২০১১: দিন বদলের পদক্ষেপ) করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি রুপকল্প হিসাবে "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ দীর্ঘমেয়াদি রুপকল্প ও মধ্যমমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকরি পরিবীক্ষণ কাঠামো সন্নিবেশ করা হয়েছে যেখানে ৩৫টি সূচক সম্বলিত ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রথম প্রতিবেদন 'The First Implementation Review of the Sixth Five Year Plan' প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দারিদ্র নিরসনসহ আরো কতিপয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি

জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র ২০১৫ সালের মধ্যে কমিয়ে আনা। UNDP- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে "Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2012" শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী হয়েছে। ২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে দারিদ্রসীমা কমিয়ে ২৯.০ তে নামিয়ে আনার বিপরীতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ এর হিসাব অনুযায়ী ৩১.৫ অর্জিত হয় যা থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশ দারিদ্র হ্রাসে সঠিক Track এ অবস্থান করছে। দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিম্নলিখিত সারণিতে দেয়া হল:

সারণি ১৩.১: একনজরে দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত)	ভিত্তি বৎসর ১৯৯০-৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
লক্ষ্যমাত্রা ১: চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ				
লক্ষ্য ১কঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.১ জাতীয় উচ্চ দারিদ্র রেখা এর নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (২১২২ কি. ক্যাল.)	৫৬.৬	৩১.৫ (২০১০ HIES এর প্রাথমিক হিসাব)	২৯.০	→
১.২ দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত	১৭.০	৬.৫ (২০১০)	৮.০	→
১.৩ জাতীয় ভোগ এ দরিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা অংশ	৬.৫	৮.৮৫ (২০১০)	প্রযোজ্য নয়	-
লক্ষ্য ১খঃ মহিলা ও যুবসমাজ সহ সকলের জন্য পূর্ণকালীন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ				
১.৫. মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার	৪৮.৫	৫৯.৩ (২০১০) (LFS২০১০)	সকলের জন্য	↓
লক্ষ্য ১গঃ ক্ষুধাক্লীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ওজনসম্পন্ন শিশুদের অবস্থা	৬৬.০	৪৫.০ (২০০৯)	৩৩	
১.৯ নূন্যতম খাদ্যশক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার	২৮.০	১৯.৫ (২০০৫)	১৪.০	↓

উৎস: বিবিএস, UNDP বাংলাদেশ, ২০১১। → = on track ↓ =২০১৫ এর মধ্যে অর্জন সম্ভব নয়

দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামো

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র নিরসনের জন্য গৃহীত কৌশলসমূহ হচ্ছেঃ

- দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি।
- কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অকৃষি খাতে কর্মসৃজন।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা।
- খাস জমি বিতরণ, সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ এবং গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদন সহায়ক বিষয়সমূহে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ।
- দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।
- শহরবাসী দরিদ্রদের জন্য নাগরিক সুবিধা প্রদান করা।

সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের (দিন বদলের পদক্ষেপ ২০০৯-১১) দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামোর কৌশলগত ব্লকগুলো হচ্ছেঃ

১। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি,

২। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি,

৩। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ,

৪। অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং

৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন।

বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয় ২০১০ সালে। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-FEI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (HardCore Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম বারের মতো ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপে খাদ্য-বর্হিভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিবিএস কর্তৃক সর্বশেষ পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্য মূলতঃ এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দারিদ্রের গতিধারা

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে (উচ্চ দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে আসে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২% হারে)। অপরদিকে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪০.০ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৪.৬৭ শতাংশ। এসময়েও দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক -৫.৫৯% হারে)। ২০০৫ সাল ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপকৃত) বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানে বর্গ দ্বারা পরিমাপকৃত) প্রায় সমহারে হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১৩.২: আয়-দারিদ্রের গতিধারা

	২০১০	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০ থেকে ২০০৫)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	-৪.৬৭	৪৮.৯	-৩.৯
শহর	২১.৩	২৮.৪	-৫.৫৯	৩৫.২	-৪.২
পল্লী	৩৫.২	৪৩.৮	-৪.২৮	৫২.৩	-৩.৫
দারিদ্র ব্যবধান					
জাতীয়	৬.৫	৯.০	-৬.৩০	১২.৮	-৬.৮০
শহর	৪.৩	৬.৫	-৭.৯৩	৯.১	-৬.৫১
পল্লী	৭.৪	৯.৮	-৫.৪৬	১৩.৭	-৬.৪৮
দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.০	২.৯	-৭.১৬	৪.৬	-৮.৮১
শহর	১.৩	২.১	-৯.১৫	৩.৩	-৮.৬৪
পল্লী	২.২	৩.১	-৬.৬৩	৪.৯	-৮.৭৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

মাথা -গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারী দারিদ্র প্রবণতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার সারণি ১৩.৩-এ উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ১৩.৩: মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা অনুপাত)

জাতীয়/বিভাগ	২০১০			২০০৫		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	**১৭.৬**	**২১.১**	**৭.৭**	**২৫.১**	**২৮.৬**	**১৪.৬**
বরিশাল	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪
চট্রগ্রাম	১৩.১	১৬.২	৪.০	১৬.১	১৮.৭	৮.১
ঢাকা	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮	১৯.৯	২৬.১	৯.৬
খুলনা	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮
রাজশাহী(পূর্বের)	২১.৬	২২.৭	১৫.৬	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪
রাজশাহী (নতুন)	১৬.০	১৬.৪	১৪.৪			
রংপুর	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২			
সিলেট	২০.৭	২৩.৫	৫.৫	২০.৮	২২.৩	১১.০
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
জাতীয়	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**
বরিশাল	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪
চট্রগ্রাম	২৬.২	৩১.০	১১.৮	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮
ঢাকা	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০	৩২.০	৩৯.০	২০.২
খুলনা	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২
রাজশাহী(পূর্বের)	৩৫.৭	৩৬.৬	৩০.৭	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২
রাজশাহী(নতুন)	২৯.৭	২৯.০	৩২.৬			

জাতীয়/বিভাগ	২০১০			২০০৫		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
রংপুর	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯			
সিলেট	২৮.১	৩০.৫	১৫.০	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্র্যের হার হলো ১৭.৬ শতাংশ সেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে তা দাঁড়ায় ৩১.৫ শতাংশ।

জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৪ এ জমির মালিকানার ভিত্তিতে (উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে সিবিএন পদ্ধতিতে) দারিদ্র প্রবণতা দেখানো হলঃ

সারণি ১৩.৪: জমির মালিকানাভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা-২০১০ (%)

জমির আয়তন (একর)	২০১০			২০০৫		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সকল	১৭.৬	২১.১	৭.৬	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
ভূমিহীন	১৯.৮	৩৩.৮	৯.৯	২৫.২	৪৯.৩	১৭.৮
<০.০৫	২৭.৮	৩৫.৯	১২.৩	৩৯.২	৪৭.৮	২৩.৭
০.০৫-০.৪৯	১৭.৭	২২.১	৫.৪	২৮.২	৩৩.৩	১১.৪
০.৫০-১.৪৯	১৩.৩	১৫.২	২.৪	২০.৮	২২.৮	৯.১
১.৫০-২.৪৯	৭.৬	৮.৬	১.৮	১১.২	১২.৮	২.৭
২.৫০-৭.৪৯	৪.১	৪.৩	২.৭	৭.০	৭.৭	৩.০
৭.৫০+	৩.৭	৪.২	০	১.৭	২.০	০.০
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
সকল	**৩১.৫**	**৩৫.২**	**২১.৩**	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**
ভূমিহীন	৩৫.৪	৪৭.৫	২৬.৯	৪৬.৩	৬৬.৬	৪০.১
<০.০৫	৪৫.১	৫৩.১	২৯.৯	৫৬.৪	৬৫.৭	৩৯.৭
০.০৫-০.৪৯	৩৩.৩	৩৮.৮	১৭.৪	৪৪.৯	৫০.৭	২৫.৭
০.৫০-১.৪৯	২৫.৩	২৭.৭	১২.১	৩৪.৩	৩৭.১	১৭.৪
১.৫০-২.৪৯	১৪.৪	১৫.৭	৬.৬	২২.৯	২৫.৬	৮.৮
২.৫০-৭.৪৯	১০.৮	১১.৬	৫.৫	১৫.৪	১৭.৪	৪.২
৭.৫০+	৮.০	৭.১	১৪.৬	৩.১	৩.৬	০.০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ (প্রাথমিক রিপোর্ট)।

২০১০ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ ভূমিহীন, ৪৫.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ৩৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২৫.৩ শতাংশের ০.৫০-১.৪৯ একর, ১৪.৪ শতাংশের ১.৫-২.৪৯ একর, ১০.৮ শতাংশের ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ৮.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে। এছাড়া, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিমাপে লক্ষ্যণীয় যে, ২৭.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.৫ একরের নীচে, ১৭.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ১৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.৫০-১.৪৯ একর, ৭.৬ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৪.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং ৩.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে। দেখা যায় যে, ভূমিহীন

ও নগণ্য পরিমাণ ভূমির অধিকারী জনসংখ্যার হার বেশী। সুতরাং দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হলে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যোন্নয়ন প্রয়োজন।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয়ের পার্থক্য এই যে, ব্যয় স্থায়ী জিনিসপত্র ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ভোগ-ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণি ১৩.৫ তে উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ১৩.৫ : মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০১০	জাতীয়	১১৪৮০	১১২০০	১১,০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৭	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯০	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ (প্রাথমিক রিপোর্ট)।

সারণি ১৩.৬ এ লক্ষ্য করা যায় যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমবর্ধমান। ২০১০ সালে খানার মাসিক নামিক আয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,৪৮০ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৯৬৪৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৬,৪৭৭ টাকা। অন্যদিকে, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের খানার মাসিক নামিক আয় ছিল ৭,২০৩ টাকা, যা ২০১০ সালে ৫৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০০ সালের তুলনায় তা ২৩.৩ শতাংশ বেশী। ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ১১,২০০ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৯,৬০৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ১৫,৫৩১ টাকা। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে ৬.১৩৪ টাকা, ৫,৩১৯ টাকা এবং ৮,৫৩৩ টাকা ছিল। ২০১০ সালে খানার মাসিক নামিক ব্যয় ২০০৫ এর তুলনায় ৮২.৫৯ শতাংশ এবং ২০০০ সালের তুলনায় ২৫.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১০ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,০০৩ টাকা, পল্লী এলাকায় তা ৯,৪৩৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৫,২৭৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা যথাক্রমে ৫,৯৬৪ টাকা, ৫,১৬৫ টাকা এবং ১৫,২৭৬ টাকা ছিল। মাসিক গড় ভোগ ব্যয় ২০১০ সালে ২০০৫ সালের তুলনায় ৮৪.৫ শতাংশ এবং ২০০০ সালের তুলনায় ৩১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০০ এবং ২০০৫ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৬ এ উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ১৩.৬: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১০			২০০৫		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৩	১.৯৮	২.০০	২.২৫	১.৮০
ডিসাইল -২	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭
পরিবার গ্রুপ	**২০১০**			**২০০৫**		
	মোট	**পল্লী**	**শহর**	**মোট**	**পল্লী**	**শহর**
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১
ডিসাইল -৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬
ডিসাইল -৬	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩
ডিসাইল -৮	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮
ডিসাইল -৯	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮
ডিসাইল -১০	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮
সর্বোচ্চ ৫%	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭
জিনি অনুপাত	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০।

সারণি ১৩.৬ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল-২ ও ডিসাইল-১০ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে। ডিসাইল-১,৩, ও ৪ স্থির রয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল-৫ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১০ ও ২০০৫ সালে প্রায় স্থির রয়েছে। (২০১০ সালে ০.৭৮ ও ২০০৫ সালে ০.৭৭ শতাংশ)। অবশ্য একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয়ও (২৬.৯৩ শতাংশ থেকে ২৪.১ শতাংশে) হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে যা সমাজের বৈষম্য হ্রাসের ইংগিত বহন করে।

দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা

চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২২,১৯২.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। টেকসই দারিদ্র বিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Protection Strategy) প্রণয়নের কাজ চলছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে:

- চলতি অর্থবছরে বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বিবেচনায় রেখে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২২,১৯২.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগদ প্রদান হিসেবে বয়স্ক ভাতা বাবদ ৮৯১.০০ কোটি টাকা, স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলাদের জন্য ৩৩১.২০ কোটি টাকা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ১০২.৯৬ কোটি টাকাসহ আরো ১৩টি কার্যক্রমের অনুকূলে নগদ ভাতা প্রদানের জন্য মোট ৭,৬৪৫.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল বাবদ ৪০০.০০ কোটি টাকা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মহিলাদের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বাবদ ৩২.৬০ কোটি টাকা, ন্যাশনাল সার্ভিসের জন্য ২৭৬.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে PKSF ও SDF এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ৫০.০০ কোটি টাকা ও ২৮৮.৭০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।
- সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য নিবাসীদের খোরাকি ভাতা বাবদ ২৭.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন বাবদ ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্যোগ অনুদান হিসেবে থোক বরাদ্দ ১০০.০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- সরকারের fiscal কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহসহ আরো কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে:

সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	বাজেট (২০১১-১২) (সংশোধিত)	বাজেট (২০১২-১৩) (সংশোধিত)
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম	৭,০৬৯.৭০	৭,৬৪৫.৫৮
নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রমঃ সামাজিক ক্ষমতায়ন	৫৬.১০	৫৯.১২
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৭,১০২.৫৭	৭,০৭২.৫৫
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	৩২৩.০০	৩৪২.৭০
বিভিন্ন তহবিল	৩,৬৩৫.৫৩	২,৮১৩.২৯

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৬,০২৭.৯৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বয়স্ক ভাতা

কর্মসূচির জন্য ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৮৯১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ বরাদ্দের আওতায় মাসিক ৩০০/- টাকা হারে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ভাতাভোগীকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিলঃ এ কর্মসূচির জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা: সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ১০২.৯৬ কোটি টাকা এবং মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ৭৭.২২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মাসিক ৩০০ টাকা হারে ২.৮৬ লক্ষ প্রতিবন্ধী উপকৃত হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাভাতা খাতে চলতি অর্থবছরে বরাদ্দের অঙ্ক ৩৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এর মাধ্যমে ৯ লক্ষ ২০ হাজার সুবিধাভোগীকে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা: এ কর্মসূচির ২০১২-১৩ অর্থবছরের লক্ষ্য অনুযায়ী নির্বাচিত ১০,২০০ জন ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মা'দের দারিদ্র হ্রাস এবং মা ও শিশুর পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য এ বাবদ ৪২.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মার মাতৃত্বকালীন ভাতা বাবদ ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সন্মানী ভাতা: এ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে গত অর্থবছরের মতই ১ লক্ষ ৫০ হাজার জন মুক্তিযোদ্ধার জন্য মাসিক ২,০০০ টাকা হারে মোট ৩৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত এ কর্মসূচির অনুকূলে ৩৫.৩৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয় যার বিপরীতে ১,৫৬৫ কোটি টাকা আদায় করা হয় এবং আদায়ের শতকরা হার ৫৬ ভাগ।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৮১.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য (চাল ২.৯৬ মে:টন এবং ৭৫.৯৪ মে:টন) বরাদ্দ করা হয়েছে ।

ভিজিডিঃ এই কর্মসূচির জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৫৮.৮৬ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭,৪৯,৬৮৯ জন উপকারভোগীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ভিজিএফ এবং গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেষ্ট/রিলিফ-টিআর)ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। টিআর কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাসের জন্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য পদক্ষেপের সংগে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন তহবিল কার্যক্রমের অধীনে চলমান কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, ন্যাশনাল সার্ভিস, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠির পূর্নবাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচিসমূহের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ১,২০০.০০ কোটি টাকা, ২৭৬.৭৯ কোটি টাকা, ৩.০০ কোটি টাকা, ১২.৫০ কোটি টাকা এবং ২.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন শীর্ষক কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে সারাদেশের জন্য ১,১৭৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল: বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র বিশেষ করে এলাকার সক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সারাদেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১,২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ৬১৪.৭০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-২০০২ পর্যন্ত সময়ে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০০২-ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেজ-২) গ্রহণ করা হয় ও ডিসেম্বর ২০১০ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ছিন্নমূল দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪ মেয়াদে ১,১৬৯.১৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ১,০২৫ টি পরিবার কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯৯৫টি পরিবারের অনুকূলে ৯৯.৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৪০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৪৪.১২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ।

একটি বাড়ি একটি খামার

সরকার প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মূল উপকারভোগী। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য হতে সর্বোচ্চ ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০০ একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষকে এ প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের জীবিকায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ৬৪ জেলার ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার পরিবার সরাসরি এ প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ১,০৪,২৯৪ জনকে। এ পর্যন্ত সদস্যের নিজস্ব সঞ্চয় (মাসে ২০০ টাকা হিসাবে) ২৬২.০০ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকল্প হতে উৎসাহ সঞ্চয় প্রদান করা হয়েছে ২৬২ কোটি টাকা। সমিতি প্রতি প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা (ঘূর্ণায়মান তহবিল) বিতরণ করা হয়েছে ২৯২.০০ কোটি টাকা। ১৭,০০০ গ্রাম সমিতির সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়, প্রকল্প হতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় ও ঘূর্ণায়মান সহায়তা মিলে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মাস পর্যন্ত মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ৮১৬.০০ কোটি টাকা। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এ তহবিল ব্যবহার করে প্রতি গ্রামে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট আয়বর্ধক খামার। অনুরূপ আয়বর্ধক খামারের সংখ্যা ৫,২০,০০০ টি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৫০.০০ কোটি টাকা। এ বিনিয়োগ গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনসহ জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, এ প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে সকল আর্থিক ব্যবস্থাপনা মোবাইল ব্যাংকিং/অনলাইন নির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ঘরে ফেরা

ঢাকায় বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপনকারী ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের নিজ এলাকায় স্বস্তিকর পরিবেশে বাসগৃহে প্রত্যাবাসন ও কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়নকল্পে ঘরে ফেরা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সরকার প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকা হতে এ যাবৎ সর্বমোট ৫,৬০১টি বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে মোট ৭১৭টি বস্তিবাসী পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ২.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ৬৫৬টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ঘরে-ফেরা কর্মসূচির আওতায় ৩০০টি বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে ১.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মহিলাদের আত্ম-কর্ম কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৭৩টি উপজেলায় ৩,২২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে উক্ত বরাদ্দ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ৬,৭২৩.৬৭ (সাতষট্রি কোটি তেইশ লক্ষ সাতষট্রি হাজার) টাকা ৮,২৮২০ জন মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আদায়কৃত অর্থের অংক ৪,৬১০.১০ লক্ষ টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১.৪৮ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

এ ছাড়া, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি-এর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে গৃহীত ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান'' শীর্ষক কার্যক্রমের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে (২০১২-১৩) ২.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে গৃহীত দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নতুন প্রকল্পে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ

১. ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ - ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ২২৭.৯৭ কোটি টাকা

২. ম্যাটারনাল চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ - ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ - ১১৮.১৫ কোটি টাকা

৩. খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্প -২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ- ৪৭.২৫ কোটি টাকা

৪. কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ- ৩৬.০০ কোটি টাকা এবং

৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন - ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকা

গৃহায়ণ তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণ তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৯৯৭-৯৮ সালে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এ তহবিলের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত ১৬০.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ বাবদ এ পর্যন্ত ১৪২.০৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে ১০.৮৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিল দ্বারা এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৩০ জন উপকৃত হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য এ কর্মসূচিতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মোট ২৯৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১৬০.৫০ কোটি টাকা ছাড় এবং ৫৪,১৪৬ টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশে মোট ৫২৩ টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪৫০টি উপজেলায় গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত ছাড়কৃত ঋণের বিপরীতে আদায়যোগ্য মোট ১১৫.৬০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১.৮৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। মোট আদায়যোগ্য ঋণের তুলনায় আদায় হার শতকরা ৮৮.১২ ভাগ। দেশের হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ণ তহবিলের অর্থায়ণে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভার উপজেলার আশুলিয়া মৌজায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মিত হতে যাচ্ছে যাতে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিকের আবাসন সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, নারীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ গ্রহণ করে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশু স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতি গৃহীত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা (এফএলএস), ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (ভিজিডিইউপি), মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন (ভিজিডি), শিশুর বিকাশে প্রাক-শিক্ষা প্রকল্প, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি (জয়িতা) সেলাই মেশিন বিতরন ইত্যাদি। ভিজিডি কার্যক্রমটি এ মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় কার্যক্রম যার মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা ও প্যাকেজ ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতাধীন স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১২০.০০ লক্ষ টাকার তহবিল দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এর আওতায় ৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

এছাড়া দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল, ছোট শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র, মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের জন্য দু:স্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল, কৃষি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে ও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে।

দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। দারিদ্র ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাভূক্ত কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এর মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন, পল্লীর জনগণের সার্বিক উন্নয়নসহ আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, তথ্য প্রযুক্তি প্রসার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, আয়বর্ধক কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রামীণ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দেশের সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার বাস্তবায়ন, কৃষি উন্নয়ন, গ্রামীণ অকৃষি খাতের উন্নয়ন, কৃষিতে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিবেশ উন্নয়ন, অনগ্রসর অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ বিভাগ থেকে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশার জনগোষ্ঠীকে একক সমবায় সংগঠনের আওতায় এনে তাঁদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা। ১৯৯৯-২০০৪ পর্যন্ত সময়ে সিভিডিপি পল্লী উন্নয়ন মডেল হিসেবে রূপ লাভ করে। এর ধারাবাহিক সফলতার প্রেক্ষিতে পাইলট স্কিম হিসেবে দেশের ১৯টি জেলার ২১টি উপজেলায় ১,৫৭৫ গ্রামে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্পের সাফল্যের কারণে বর্তমান সরকার প্রকল্পের ২য় পর্যায় অনুমোদন করেছে। দেশের ৬৪ টি জেলার ৬৬ টি উপজেলায় ৪,২৭৫ টি গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৪,২৭৫ টি সমিতি গঠিত এবং ৩,৮৮৬ টি সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৩,১৯,৫১৭ টি পরিবারকে সিভিডিপি সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং ৪,৪১,৮৪৯ জনকে সমিতির সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬,৩৩০.৮৭ লক্ষ টাকা সমিতির সদস্যদের পুঁজি গঠন হয়েছে যার মধ্যে ১,১৬০.৯৫ লক্ষ টাকা শেয়ার ও এবং ৫,১৬৯.৯২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় ও বিবিধ। সমিতিগুলো এ পর্যন্ত ৯,৩২৫.৭১ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ করেছে এবং ঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে ৮৪,২৭৫ জনের।

ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের মোট ১০.০০ লক্ষ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের চর, হাওড়-বাওড়, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং কাজের সংস্থান হয়না এমন মৌসুমে অতিদারিদ্র পীড়িত অঞ্চল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগতভাবে বঞ্চিত পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে মোট ৮৮৭.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটি ৩০টি জেলার ১১৯ টি উপজেলায়, ২,৩০,০০০ জন সুফলভোগীদের নিয়ে কার্যক্রম চলছে। অতিদরিদ্র পরিবারকে তাঁদের প্রয়োজন ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকার সম্পদ হস্তান্তর এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমিহীনদেরকে খাস জমি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সম্পদ হস্তান্তর ও প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে শুরু থেকে ২০১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৪৮,৬৩৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এতে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ শত ৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ১১,০৪৫.০০ (জিওবি ৪৫.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ১১,০০০.০০) কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) প্রকল্প

চর এলাকা ও বিভিন্ন পশ্চাদপদ এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনে ''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)''-শীর্ষক একটি প্রকল্প দেশের কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার মোট ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৫৫ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের আড়াই লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭৯৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি- দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ প্রকল্পের আওতায় চর এলাকার আটটি জেলা; টাঙ্গাইল,পাবনা, নীলফামারি, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার ৩১ টি উপজেলার ১২৬ টি ইউনিয়নের চরাঞ্চলের ৬৭ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে সুবিধা পাবেন।

দারিদ্র বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় এ দেশের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর ফলে সমবায় বিস্তৃতি লাভ করেছে গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে শিল্পে এবং অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে। বর্তমানে সারাদেশে নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১,৮৫,৪৮৩ টি। এর মধ্যে জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১০২টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৮৪,৩৫৯টি। এ সকল সমবায় সমিতির মোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯২,২২,৬৭১ জন। এ সকল সমবায় সমিতিগুলোর কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৭৫৮৭.৮৭ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪,৬৮৬.৫৬ কোটি টাকা।

দেশের অন্যতম প্রধান তরল দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্কভিটা) একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি হিসাবে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিল্ক ভিটা গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়াতে সরাসরি অবদান রাখছে। বর্তমানে মিল্কভিটার সদস্য সমিতির সংখ্যা ২,২৫৬টি (প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি)। ২০১১-১২ অর্থবছরে মিল্কভিটা প্রায় ৭১১.১৫ লক্ষ লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে ।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৭৪টি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৪৬০.৪৭ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪৩.০৯ লক্ষ টাকা। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও তার আওতাধীন ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি ক্ষুদ্র ঋণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে বিআরডিবি একদিকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইউসিসিএ-কেএসএস পদ্ধতিতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাত করণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, দারিদ্র নিরসনমূলক উন্নয়ন প্রকল্পের/কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা ও মানব সম্পদ, উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান যথা: স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, গণশিক্ষা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে অব্যাহত ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুরু থেকে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ৭৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে যার বেশির ভাগ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও দারিদ্র নিরসনমূলক। বর্তমানে চলমান প্রকল্পগুলোতে দারিদ্র হ্রাস ও মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছেঃ (ক) পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ), (খ) পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক), (গ) উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি), (ঘ) পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র), (ঙ) সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি(সদাবিক), (চ) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২, (ছ) গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (এএআরডিও সাহায্যপুষ্ট), (জ) মহিলা উন্নয়ন, (ঝ) আবর্তক কৃষি ঋণ কার্যক্রম, (ঞ) উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) পল্লী অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিয়মিত পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেল দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ড ৭০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩০২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বার্ড বর্তমানে কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকদের ভূমিকা, মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করছে। তাছাড়া, কৃষিবীমার প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। "ধান ও ভূট্টার টেকসই ও নিবিড় চাষ পদ্ধতি" শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের অধিক ধান ও ভূট্টা উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করছে। মহিলা, শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বার্ড নিয়মিত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের নতুন মডেল উদ্ভাবনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। ২০১২-২০১৩ মেয়াদে (ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত) একাডেমী ১৫২টি কোর্স সংগঠন করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রকল্পধর্মী প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৩৩৬টি গবেষণা ও ৩৪টি প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের ২ লক্ষ পরিবারের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং ৫৫,০০০ একর জমিতে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও একাডেমীর সিআইডব্লিউএম গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই মডেলের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ২,২০০টি পরিবারের মধ্যে মিঠা পানি সরবরাহ করে। একাডেমীর কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০টি এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে প্রতিদিন ৩১৮০ ঘন মিটার বায়োগ্যাস ১৭ টন জৈব সার উৎপাদন করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনই এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে শুরু হয়ে বর্তমানে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ৫৫টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৩

পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ২,২৩৮টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ৭৩,৮৩১ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ সকল সদস্য/সদস্যাকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত মোট ১৭,০৪৫.৭৯ লক্ষ টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ১৪,২০২.৪৬ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার ৯২.২৩ শতাংশ। সদস্য/সদস্যাগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ যাবত মোট ১,৩৯৫.৯৩ লক্ষ টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ২৭৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং ২৮৭৫ জন সুফলভোগীকে আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৪৪টি জেলার ৩১০টি উপজেলায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিডিবিএফ-এর আওতাভূক্ত উপজেলাগুলো দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ মহিলা। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত পিডিবিএফ ৫,৫২২.০৫ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে প্রায় ৭.৫০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রায় ৩৫.০০ লক্ষ উপকারভোগীর সরাসরি আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের মাধ্যমে প্রায় ১.০০ লক্ষ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সরকারের ভিশন, ২০২১ অনুযায়ী ''সকলের জন্য বিদ্যুৎ'' এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ১৮টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ১৮,৫০০টি সোলার হোম সিষ্টেম প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৪,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এবং প্রায় ৯২,৫০০ জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ, দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিতে ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। এলজিইডি তার সূচনা লগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত প্রায় ৮৬,৭০৫ কিমি (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনর্নিমাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১১,৭৬,৪৪১ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মান/ পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ১,৬৮৪টি গ্রোথ-সেন্টার, ১,৮৪৮টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২১,৭৮০কিমি সড়কে বৃক্ষ রোপন, ২,৬০২ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ৪,৫২,০৩৯ হেক্টর জমিতে কমান্ড এরিয়া উন্নয়নসহ ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ ইরিগেশন (এফডিসিআই) নির্মাণ করেছে।

দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম

মৎস্য অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অধীনে লক্ষ্যগোষ্ঠীর মাঝে প্রায় ৪.৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সমন্বিত মৎস্য চাষের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩ কোটি এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ২.৫ কোটি সর্বমোট ৩০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচনে গুরত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্বখাত হতে ঋণ প্রাপ্ত সুফলভোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কার্যক্রমসমূহকে প্রধানতঃ (ক) সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রম, (খ) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম (গ) কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম (ঘ) সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম (ঙ) কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম (চ) প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম (ছ) মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং (জ) পরিবেশ ও বন কার্যক্রম হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রম এর আওতায় দারিদ্র হ্রাসকরণের জন্য ৪টি কর্মসূচিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে: পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর,এস,এস),শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউসিডি),জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার ও এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরন জরিপ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, হিজড়া পুর্নবাসন কর্মসূচি, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, এসিডদগ্ধ হওয়ার কারনে ক্ষতিগ্রস্ত ও দু:স্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুর্নবাসনে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মসূচি ।

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক

আত্মকর্মসংস্থানের মূল লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দেশের বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুব/যুব মহিলাদের উৎপাদনমুখী ও আয় বর্ধক কর্মকান্ডে এ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে প্রতিটি জেলা সদরে ১টি করে ৬৪টি, উপজেলা পর্যায়ে ১৪১টি এবং প্রধান শাখাসহ ঢাকা মহানগরীতে ৭টি শাখা নিয়ে মোট ২১১টি শাখার মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুনঃ কর্মসংস্থানের জন্য ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১৭.৪৫ ও ২৩.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত উক্ত অর্থ আবর্তক তহবিল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কর্মসূচির অধীন ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১৬,৮১৮ জন স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীর অনুকূলে ৯৭.৯৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায়যোগ্য ৮৬.০২ কোটি টাকার মধ্যে ৭০.৬৩ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। আদায়ের হার ৮২ শতাংশ।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে ২০০৪-০৫, ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ছাড়কৃত যথাক্রমে ১০.০০ কোটি, ২০.০০ কোটি ১০.০০ কোটি ও ১০.০০ কোটি টাকা হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ২,২০১ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৬৮.৬৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ ঋণের আদায়যোগ্য ৬৯.০৫ কোটি টাকার মধ্যে ৬৩.৪৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। আদায়ের হার ৯২ শতাংশ। সমঝোতা স্মারক অনুসারে উক্ত তহবিল আবর্তক তহবিল হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হল।

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার	ঋণীর সংখ্যা	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
নিজস্ব কর্মসূচি (SECP এবং ভোক্তা ঋণসহ)	১৫৫৭.৫৮	১৩৭৩.২১	১২৭৪.২৯	৯৩%	২৫৪৫৪৮	৯১৮৯১৮
বিশেষ কর্মসূচিঃ	১৭০.৭৩	১৫৯.১৮	১৩৬.৭৯	৮৬%	২৪২৪৭	৮৭৫৩২
সর্বমোট	১৭২৮.৩২	১৫৩২.৩৯	১৪১১.০৮	৯২%	২৭৮৭৯৫	১০০৬৪৫০

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ তার ২৭১টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১৪,৭২০.৬৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ ঋণ পুন:চক্রায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮,৮০৪১.৪৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। উল্লিখিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৬৬.৫০ লক্ষ জন। এর মধ্যে মহিলা ঋণগ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৯২ শতাংশ। পূর্বে পিকেএসএফ থেকে কেবল পল্লী ক্ষুদ্রঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে পিকেএসএফ তার মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে, যথা- (ক) পল্লী ক্ষুদ্রঋণ (খ) নগর ক্ষুদ্রঋণ (গ) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (ঙ) মৌসুমী ঋণ (চ) কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ এবং (ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম। সম্প্রতি পিকেএসএফ নতুন একটি দারিদ্র নিরসন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির নাম হচ্ছে ''দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)'' কর্মসূচি।

সারণি ১৩.৯ -তে পি কে এস এফ-এর ক্ষুদ্রঋণ সমিতির তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হলঃ

সারণি ১৩.৯: পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০০৫ পর্যন্ত)	অর্থ-বছর								ক্রমপুঞ্জিত (ডিসে: ২০১২ পর্যন্ত)
		২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (ডিসে: ২০১২ পর্যন্ত)	
বিতরণ	২২১৩.৫১	৬৯২.৬১	১৩৫০.৭০	১৪০৮.০৮	১৮১৯.৫৩	১৯৪১.৭০	১৯৩১.২৮	২৩২০.০০	১০৪৩.২৩	১৪৭২০.৬৪
আদায়	১১৪৪.২৪	৪৩৭.৫৭	৬৩৮.৯৪	১০০৯.৮৮	১৩৫২.৯২	১৬৭৮.২০	১৮৯৪.২৬	২১৩৭.৭২	১২২৩.১৩	১১৫১৬.৮৫
আদায়ের হার (%)	৯৬.৬২	৯৬.৩৯	৯৬.৮৯	৯৭.৭৩	৯৮.২১	৯৮.৫৫	৯৮.৬৩	৯৮.৫০	৯৮.১৬	৯৮.১৬
সহযোগী সংস্থা	২৩১	২৪৩	২৪৮	২৫৭	২৫৭	২৬২	২৬৮	২৭১	২৭১	২৭১
সুবিধাভোগী (ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা)	৫৫২২৪০৬	৬৭৭৮২৬২	৭৭২৩৪৫১	৮২৮৩৮১৪	৮২৬২৪৬৫	৮৩৮৬২১৪	৮২২৮৫৩৩	৬৬৫১৩১০	৬৬৫০১১৬	৬৬৫০১১৬
মহিলা	৫০৩৩১২৯	৬২০৭৯৭১	৭০৬৭৮৭৭	৭৬১০৫৮১	৭৫৯৭০৬৭	৭৭২৩৭১২	৭৫২৭৫৪৬	৬০৮৮২৬০	৬০৮৬১০৫	৬০৮৬১০৫
পুরুষ	৪৮৯২৭৭	৫৭০২৯১	৬৫৫৫৭৪	৬৭৩২৩৩	৬৬৫৩৯৮	৬৬২৫০৮	৭০০৯৮৭	৫৬৩০৫০	৫৬৪০১১	৫৬৪০১১

(কোটি টাকায়)

পর্যায়	ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত		ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত		জানুঃ ২০১২ থেকে ডিসেঃ ২০১২ মাস পর্যন্ত ঋণ বিতরণ
	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়ের হার (%)	
পিকেএসএফ থেকে সহযোগি সংস্থা পর্যায়ে (পাইকারি)	১৪৭২০.৬৪	৯৮.১৬	১২৩৫৫.৭০	৯৮.০৮	২৩৬৪.৯৪
সহযোগি সংস্থাসমূহ থেকে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে	৮৮০৪১.৪৯	৯৯.৩৪	৭৩০৮১.৬৩	৯৯.১৯	১৪৯৫৯.৮৬

উৎসঃ পিকেএসএফ

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

ক্ষুদ্রঋণ খাতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কর্মসূচি, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ৭১০টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে এমআরএ-এর উদ্যোগে মোট ৮১৬টি প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আমানতকারীদের আমানত নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল গঠনের নিমিত্ত একটি কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। জুন ২০১২ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি দাড়ায় ২,১১,২৮২.৮৫ মিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চয়স্থিতি ৭৫,২০৫.৬৯ মিলিয়ন টাকা। এভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা। সংস্থাটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষ যেমন অতিদরিদ্র চরবাসী, দু:স্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৯,৪৯৫.৬০ কোটি ও ৬৩,৪৯৯.৫৯ কোটি টাকা। বিতরিত ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৮,৩৫,৮৬১ জন এবং এর মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৩,৮০,২৬৫ জন।

আশা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সনে আশা-প্রতিষ্ঠাতা লাভ করে। ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আশা'র ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মডেল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪৬.২০ লক্ষ জন উপকারভোগীকে ৯,৪৬২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪৫ লক্ষ জন উপকারভোগীকে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৪৭.৩৫ লক্ষ জন এবং সক্রিয় ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৪১.৮১ লক্ষ জন। ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মাঠে ঋণ স্থিতির পরিমাণ ৫,৫৮২ কোটি টাকা। ২০১২ সাল শেষে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ দাড়িয়েছে ৬৭,৫৭৬ কোটি টাকা এবং আদায় ৬১,৯৯৪ কোটি টাকা।

প্রশিকা

১৯৭৫ সালে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে । বর্তমানে প্রশিকা ৫৯ জেলার ২৪,১৩৯টি গ্রাম ও ২,৩৮০টি বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ১৪,১২,৩০০ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,৮৪৫ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে ১,২২,৬১,৯০০ দরিদ্র নারী-পুরুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

টিএমএসএস

টিএমএসএস জাতীয় পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা দারিদ্র দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ৬৩ জেলায় এ কর্মকান্ড বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৬,৫৩,১১০ জন মহিলাকে এ সংস্থার আওতায় সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে টিএমএসএস জনগণ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা- স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) আত্মপ্রকাশ করে। শুরুটা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও বর্তমানে দেশের ২৭টি জেলায় এসএসএস- এর কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে। জেলাসমূহের আওতায় রয়েছে ১৩৫টি উপজেলা, ৬৬টি পৌরসভা, ৮৬০টি ইউনিয়ন এবং ৭২৩০টি গ্রাম।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ

স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি সেল (cell) হিসাবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সাল থেকে একটি নিবন্ধিত বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসাবে কতিপয় সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ৪০টি জেলার ১৫৯টি উপজেলার স্বনির্ভর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। জানুয়ারি, ১২ হতে ডিসেম্বর, ১২ পর্যন্ত ৯০,৫০,৯৭৭ জন শিশু ও নারী-পুরুষকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও অন্যান্য এনজিওসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.১০ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১০: প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

এনজিও	২০০৪ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	ক্রমপুঞ্জিত ২০১২ (ডিসেম্বর)
ব্র্যাক										
বিতরণ	১৩৩২১.১৬	৩২৫৪.২১	৪২৬১.৫৪	৬২৩২.৮৭	৮৪২৮.৯	৭৫৬৮.০৮	৭৩৭৫.৮৮	৮৬২৬.৭৮	১০৪২২.২০	৬৯৪৯৫.৬০
আদায়	১১৮৭৩.৬৬	২৯২৬.৮৪	৩৬২৬.৩৯	৫০৩৬.৯৩	৭৫৬০	৭৬৫৮.৯৯	৭৩৯৯.৭৮	৭,৭২৭.২৬	৯৬৮৯.৭৪	৬৩৪৯৯.৫৯
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	১৯৬৬৮০৭৭	৪৮৩৭০৯৯	৫৩১০৩১৭	৭৩৭০৮৪৭	৮০৯০৩৬৯	৮৩৫৯৯৯৩	৮০৫৪৪১৫	৬,৭৭০৩৩৮	৫৮৩৫৮৬১	৫৮৩৫৮৬১
মহিলা	১৮৫১৮৮৯৫	৪০২৯২৬৫	৫১৪০৪৯৪	৭১০৮১৫৫	৭৭৯৬৭৬৯	৮০২৭২৬২	৭৬১৪৩২৬	৬৩০২,৯৪৬	৫৩৮০২৬৫	৫৩৮০২৬৫
পুরুষ	২৯৪০০৬	১২৮৮৬৫	১৬৯৮২৩	২৬২৬৯২	২৯৩৬০০	৩৩২৭৩১	৪৪০০৮৯	৪৬৭,৩৯২	৪৫৫৫৯৬	৪৫৫৫৯৬
আশা										
বিতরণ	৯৬০৪.৯৯	৩৩১৭.৯২	৪১৩১.৬১	৪৮৩৬.৪৭	৬১১০.৮৫	৬১৯১.১৯	৬৮৬৯.৮১	৮৮৪৬.৮০	৯৩৮১.০৪	৫৯২৩৯.১১
আদায়	৮৪০৬.৪২	২৮২২.৮২	৩৭১২	৫০৫৯.৯৫	৬০৬৫.৯৭	৬৯৩৪.১২	৬৩৭৭.৮২	৭৭৯৯.৮৬	৬৯৮১.৫৮	৫৪১৪৯.৫৪
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	১০২৫৮৯৫৪	৫৯৮৮১৩৪	৬৪৫৫৯৭৯	৬৬৭৪০৫৮	৭২৭৬৬৭৭	৫৪৯৮২৯৩	৫৬৫৬২৫৭	৪,৯৩৫,৬৮৫	৪৭৩৫৫৪৫	৪৭৩৫৫৪৫
মহিলা	৯৮৫৯৭১৮	৩৯১৭৫৬৬	৪৩০৩৭৮৭	৪৭১৬৯২২	৫১৪৪৬৬২	৪৩১৯৪৪০	৪৫৩১০০২	৪,২৯৭,৮৯৬	৪৫৭৮৩৩৪	৪৫৭৮৩৩৪
পুরুষ	৩৯৯২৩৬	২০৭০৫৬৮	২১৫২১৯২	১৯৫৭১৩৬	২১৩২০১৫	১১৭৮৮৫৩	১১২৫২৫৫	৬৩৭,৭৯০	১৫৭২১১	১৫৭২১১
প্রশিকা										

এনজিও	২০০৪ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	ক্রমপুঞ্জিত ২০১২ (ডিসেম্বর)
বিতরণ	২৮৯৯.৪২	২৮৮.১৩	৩১৬.৫	৩১২	২৬৭	২২২	১৯৫	২০৬.৯৩	১৪৩	৪৮৪৫
আদায়	২৭৫৯.৬৭	৩৩০.৭	৩৪৩.০৯	২৯৮	২৮৪	৩৬০	২২৫	২৩৪.৩৯	৪৬৮	৫২৯৯
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	৬৪৩৭২৮৭	২০০৭৬	১৫০৩০	৮২০৯	৬৭২৩	৮৪৭	১৯৩	১৩৭,৯২৯	১০০২৪৫	৩৩৬০৭৫৬
মহিলা	৪১৫২১৮৩	১৭১৯৩৪২	১১৪৭৮	৬৭৫৯	৩৬৪০	৭৬৪	১৬৩	৮৯,৬৫৪	৬৪৯২	১,৭৬২৭৩১
পুরুষ	২২৮৫১০৪	১০৫০৭৬৪	৩৫৫২	১৪৫০	৩০৮৩	৮৩	৩০	৪৮,২৭৫	৩৫০৬	১,০৩৯৩৯৮
স্বনির্ভর বাংলাদেশ										
বিতরণ	৩৯৪.৭৩	৭৫.৯১	৯১.৩৬	৯৬.৩	৯৬.৭৩	১৩১.৬৫	১৫৭.৯৩	১৯৭.৯০	২২০.৪৪	১৪৬২.৯৫
আদায়	৩০৫.২৬	৬১.৫৪	৭০.৯৪	৭৫.৯১	৮৪.৫৭	১১০.৯	১৩৩.৪৪	১৬১.৯৩	১৯১.৬৭	১১৯৬.১৬
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	২৩০২৩৫	৯৪৯৪৫	১২৯৮৯৪	১০১৫৬৫	১০৪৭০২	১২৩৮০৩	১২৭১৭৬	১২৪২৬০	১২১২৫১	১৮৫১৬৫৫
মহিলা	১৫৯৮৭৬	৯০৫৬৫	১২৬৩৩২	৯৮৮০৭	৯৭৩৪২	১০৩৬১৪	১০৮১০৫	১০৭৩৩৩	১০০১০৩	১৫৫২৩৩৭
পুরুষ	১২০১৯	৪৩৮০	৩৫৬২	৩০৫৭	৭৩৬০	২০১৮৯	১৯০৭১	১৬৯৭২	২১১৪৮	২৯৯৩১৭
কারিতাস										
বিতরণ	৪৪৭.৬৮	১০৬.১৮	১১৮.২৪	১৪৭.৭৮	১৪০.২	১৫৩.৪৬	১৫৪.৩৮	২৩৭.০৪	২৬৫.৯৩	১৭৭০.৮৯
আদায়	৩৭৭.৭৪	৯৪.৯৭	১১১.৮৫	১৩৭.২১	১৩৩.৭১	১৪৭.৯৫	১৫২.৯৩	২০৯.০৫	২৫২.২৮	১৬১৭.৬৯
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	৩৮৫২০১	১৪৯৩৬	৪২২৭	৪৩৬২	৯৯.৭১	১১৯৩২	৪১৮৫৫	১২৪১৩	১৯২৫১	৩২৭৮৩৪
মহিলা	২৪৮২১৯	১৪১২৪	৩৮৩১	৭০৯১	১০৫২৪	২৫২৪২	৩১৩১১	৪০৩৪	১১৪৩১	২৫৯২৭১
পুরুষ	২১৬৯৫২	৮১২	৩৯৬	-২৭২৯	-৫৫৩	১৩৩১০	১০৫৪৪	৮৩৭৯	৭৮২০	৬৮৫৬৩
টিএমএসএস										
বিতরণ	৮৪১.২৬	২৯২.১১	৪০৯.৭৯	৫১৪.৮	৫৭১.৯৩	৬৫৬.০১	৭৬৮.৬৫	৯৯১.৪৫	১২০৮.৮২	৬৭৮১.৬০
আদায়	৭০০.২৩	২২০.০২	৩৫৯.৯৯	৪৫৭.৬৯	৫৪৮.১৫	৬০৬.৩৪	৬৮২.৮৫	৮৭০.৬৫	১০৮৮.৮১	৫৬২৫.২১
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	৩২৯৩১৮	১১৫৪৭০	৬৮৫৮৭	৯৯৮২৬	৮৯৫৪৪	২২৪৬২	৬০২৭	৫০১৩৪	৩৬৮৫৭৯	৩২৩২৬২৭
শক্তি ফাউন্ডেশন										
বিতরণ	৪০৪.৮৮	১৫০.৪২	১৭৯.৯৭	১৭৬.১৩	২০২.৭৪	৩০৫.১৫	৫১৩.৮৯	-		১৯৩৩.১৮
আদায়	২৭৬.৯১	১২৪.৪৬	১৪৫.০৩	১১৭৫.১৩	১৮১.১১	২৬২.৪৬	৪১৩.৯৬	-		২৫৭৯.০৬
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	৪১০২৯২	১৫৭৫১৭	১৬৭১১৩	১৫৬১০৮	১৮১৯৯০	২৯৯১৫৮	৪৭৫৯৭৬	-		১৮৪৮১৫৪
ব্যুরো বাংলাদেশ										
বিতরণ	৫৩৭.২৩	২৩৬.৮৪	৩১৮.০৩	৩৭৫.১৬	৫৯০.৫৮	৮১৩.৯৬	১০৯০.৮৬	১১৯১.০১	১৫৮১.৩০	৬৭৩৪.৯৭
আদায়	৪১০.৫৬	১৯৬	২৭৭.৪৫	৩৩৭.২৭	৪৬৫.২৬	৭২৮.৫	৯৩৯.৮৬	১১০৯.০৫	১৩৩৮.৫৭	৫৮০২.৫২
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	৮৩৯০৫৯	২৭৩২৮৬	৩৩১৩২৯	৩৭৬৭১০	৬০২২৭৩	৭৪৬৯৩৮	৯৮৫১৮২	১,০৪৩,৫৪১	১৩০১৩৭৫	৬৪৯৯৬৯৩
এসএসএস										

এনজিও	২০০৪ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	ক্রমপুঞ্জিত ২০১২ (ডিসেম্বর)
বিতরণ	৩৪১.০২	১৬৫.৫২	২৬০.৭৭	৩৫৪.০৬	৪৩২.৬৯	৫২৩.৮	৬১৩.৮	৮২৬.৫১	১০৯৮.৯৩	৪৬৩৯.৬৬
আদায়	২৯৩.০৯	১৩০.৭১	২০৪.৫৫	৩১০.৮৯	৩৮৩.৮৭	৪৫৭.৮২	৫৫৬.৫৫	৭৪০.০৭	৯৩৭.৫০	৪০৮২.১৩
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	৪১৩৭৮৫	১৮৪৫৯১	২৬০১১০	৩২০১১০	৩৬২৬৩৬	৩৫৬৪৮৩	৩৬৯৮৮৩	৪১২৮১৯	৪৭৪০০০	৪৭৪০০০
মহিলা	৪০২৭০৬	১৭৯৫১১	২৫৩৩৮৭	৩১১৩৮৩	৩৫১০৫০	৩৪২২০৮	৩৫৩৯৮১	৪০১৭৮৬	৪৫৯৪৪৬	৪৫৯৪৪৬
পুরুষ	১১০৭৯	৫০৮০	৬৬২৩	৮৭২৭	১১৫৮৬	১৪২৭৫	১৫৯০২	২০২৮৯	১৪৫৫৪	১৪৫৫৪
মোট										
বিতরণ	২৮৭৯২.৩৭	৭৮৮৭.২৪	১০০৮৭.৮১	১৩০৪৫.৫৭	১৬৮৪১.৬২	১৬৫৬৫.৩	১৭৭৪০.২	২১১২৪.৪২	২৪৩২১.৬৬	১৫৬৯০২.৯৬
আদায়	২৫৪০৩.৫৪	৬৯০৮.০৬	৮৮৫১.২৯	১২৮৮৮.৯৮	১৫৭০৬.৬৪	১৭২৬৭.০৮	১৬৮৮২.১৯	১৮৮৫২.২৬	২০৯৪৮.১৫	১৪৩৮৫০.৯১
সুবিধা-ভোগীর সংখ্যা	৪১৭২৪১০৩	১১৬৮৬০৫৪	১২৭৪২৫৮৬	১৫১১১৭৯৫	১৬৭১৫০১৪	১৫৪১৯৯০৯	১৫৭১৬৯৬৪	১৩৪৮৭১১৯	১২৯৫৬১০৭	২৮১৬৬১২৫

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহ ।

গ্রামীণ ব্যাংক

জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের প্রায়োগিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিদ্রদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি বিবেচনায় এনে গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ২,৫৬৭টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৭৯টি উপ-জেলার আওতাধীন ৮১,৩৮৬ টি গ্রামে ৮৩.৭৪ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.১৯ ভাগ মহিলা। এ পর্যন্ত বিতরিত ঋণের অঙ্ক ৮২,১৬০.৮৮ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের অঙ্ক ৭৪,১২৮.৭৪ কোটি টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৭,৯১৬.২৪ কোটি টাকা। এ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ, ভিক্ষুকদের মধ্যে ঋণ, শিক্ষা ঋণ প্রদান করে থাকে। নিম্নের সারণি ১৩.১১ -তে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি তুলে ধরা হলঃ

সারণি ১৩.১১: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত)

(কোটি টাকা)

	জুন ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ জুলাই/১২-জানুয়ারি-১৩	জানুয়ারি-১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
বিতরণ (টাকা)	২৪৩১৭.৬৭	৪৫৯০.৫৫	৫০১৯.৪৪	৫৫৬১.৮৫	৭১৮৪.৫৯	৮৭৫৪.৪১	১০২৯৫.৯৮	১১৫৭৭.১৬	৬৮৬৮.৮৫	৮৩৩৫৭.৭৫
আদায় (টাকা)	১৯১৭৭.১২	৩৭৬৯.৮২	৪৮০২.৫২	৪৯৫৫.০৯	৬১০৫.৩৪	৭৬৭৫.৭৭	৯২৭৬.৭৬	১০৭৬২.০৮	৬৭৪৮.৯৮	৭৫২৫৩.৬৪
বিতরণ (টাকা)	৪৭৪.১৯	৯৮.৪৯	৯৮.৬১	৯৮.১১	৯৭.৮১	৯৭.২০	৯৬.৮৯	৯৬.৮৯	৯৬.৯৯	৯৬.৯৯
শাখার সংখ্যা	১৪৬১	৬৪৮	২৪৬	৮৬	৪০	৭	১	২		২৫৬৭
গ্রামের সংখ্যা	৪৭৫৭০	১৫১১৮	৯৫১৯	৩৬৫৩	২১৭৫	২৯	১৭	৩	৪	৮১৩৮৬
সুবিধা	১৪৬৮৫৮৬৪	৬৩৯০১৪৮	৭২০৮৪৫৫	৭৫২৭৭০০	৭৯০৪৭৯৭	৮২৭৬৪৯৪	৮৩৭৪৯১০	৮৩৭৯৪৫২	৮৩৯৯২০২	৮৩৯৯২০২

	জুন ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ জুলাই/১২-জানুয়ারি-১৩	জানুয়ারি-১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
ভোগীর সংখ্যা										
মহিলা	১৪০০৩৫১৩	৬১৬১৪৫২	৬৯৭২৩৫১	৭২৯০৬০৪	৭৬৫৯৭৩৯	৭৯৮০৫৮১	৮০৫৭০৩৯	৮০৫৪২৪৯	৮০৭৫৪২৬	৮০৭৫৪২৬
পুরুষ	৬৮২৩৫১	২২৮৬৯৬	২৩৬১০৪	২৩৭০৯৬	২৪৫০৫৮	২৯৫৯১৩	৩১৭৮৭১	৩২৫২০৩	৩২৩৭৭৬	৩২৩৭৭৬

উৎসঃ গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সারণি ১৩.১২ তে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। উক্ত ব্যাংকসমূহের ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২,৮৪৯.৭৭ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২২,৪০৩.৬৩ কোটি টাকা।

সারণি ১৩.১২: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

ব্যাংক	ক্রমপুঞ্জিত ২০০৪ পর্যন্ত	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (ডিসেম্বর ১২পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত
সোনালী ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	৬১৬৩.২২	৪৮৫.৯	৪৫৬.৬২	৪১০.০২	৫৫৭.০৮	৬১৭.৪৪	৭৫৫.৫৭	৬৭৬.২৩	৭২৩.৯৫	৩২৬.৯৩	১০৮৯৪.৫৬
আদায় (কোটি টাকা)	৮০০৪.২৬	৪২৫.০৬	৪৮৬.৩৭	৬৭৭	৯২১.২৩	৭৪৩.৬৬	৬৭৮.২৮	৮১২.০০	৮৫১.২৪	৪৭০.৩৫	১২০৯৯.৫৪
আদায়ের হার (%)	২৬০.২৬	৮৭.৪৮	১০৬.৫২	১৬৫.১১	৩৪.৩	৩০.৪৬	২৯.৬১	৩৫	৩৯	৩০	৭৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	০	১৮৯৫৬০	২০১৮৪১	১৯৯১৯০	১৭৯১৮৮	২০৮৪৭৮	২৫১৮৫৬	১৬৪৯০৬	১৫৯০৪৫	১৩৭২০৬	৬৩৪৬৫২৩
অগ্রণী ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৩৪৫.৩৬	১০০.৩৪	১৮২.০৭	২১০.৬	২৯০.৪	৩৩৯.৬৬	৪৮৭.৯২	৩৩.৬১	৮৪৭.৪১	৪৬৬.০৮	৪৩০৩.৪৫
আদায় (কোটি টাকা)	১৩২১.০৮	৯৭.৪৭	২১২.০৯	২৬৮.৩৯	২৮৮.৭৩	৩৩৬.৮২	৪০০.৩৭	৬৬.৬	৮৭৮.৫৪	৪১০.১৫	৪২৮০.২৪
আদায়ের হার (%)	২২৭.৩১	৯৭.১৪	১১৬.৪৯	১২৭.৪৪	৯৯.৪৩	৯৯.১৬%	৮২.০৬	৯৬	৮৭	৮৮	৯৮.৬৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৯৮৪৭৮৪	৪২৪৩৫	১০৪৩৮৭		১১৫৩৮৩	১৩৯৯০৩	১৫৮৯৭৮	৫৯৫৪	১,১৮,৬৬৬	৭৭১০৫	৩৭৪৭৫৯৫
জনতা ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৮৬৯.০২১	১৯৩.৭৫	১৯৩.৭৫	২৯০.১৬	৪৯৭.৯৩	৫৬০.৯৪	৬৩১.৬৩	৭২২.৩৬	৪৮৩.৮০	১৫১.২৬	৫৫৯৪.৬০
আদায় (কোটি টাকা)	১৭২৬.০৬	১০৬.৫৪	১০৬.৫৪	২৪৯.৮১	৩৫৫.৯	৪১২.৮৩	৪০০.২৪	৫১২.২৩	৩৪৫.৬৭	১০৮.৬০	৪৩২৪.৪২
আদায়ের হার (%)	১৭৭.৪	৫৪.৯৯	৫৪.৯৯	৮৬.০৯	৭১	৭৪	৬৩	৭১	৭১.৪১	৭১.৯০	৭৭.৩০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৮৩৫৩৯৯	১০১২২০	১০০০৭৩	১৪৫০৮০	১২৪৪৮৩	১২৪৬৫৩	১৩০৯২১	৯৩০৩০	৮৮২৫৪	৩৯৭৮৪	১৭৮২৮৯৭
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	৯৮২.৩৮	৫৮.৮৬	৫৭.০২	৫৪.৫১	৫৩.৪৩	৪৭.৮২	৯৮.৪৯	৫৩.৪২	৫৫.২২	৪৭.৫২	১৫০৮.৬৭
আদায় (কোটি টাকা)	৮২৮.২২	৩৭.২৭	৪৩.২৪	৫১.৮৪	৫১.৪৬	৪৫.৫৬	৭৬.০২	৫১.২৫	৫৩.৬৯	৩৪.২০	১২৭২.৭৫

ব্যাংক	ক্রমপুঞ্জিত ২০০৪ পর্যন্ত	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (ডিসেম্বর ১২পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত
আদায়ের হার (%)	১৫১.৬৭	৬৩.৩২	৭৫.৮৩	৯৫.১	৯৬.৩১	৯৫.২৭	৭৭.১৯	৯৬.০০	৯৭.২৩	৭১.৯৬	৮৪.৩৬
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৫৩৫৯০৫	৫৯১১৭	৫০০৮৩	৫২০২৮	৪৭৭৬১	৪৯৩৫৬	৩৫০৪৪	৩১৮৪৯	২৮৫৩৫	১৫৯৭৬	১৯০৫৬৫৪
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (২০০০ সাল থেকে)											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৫৮.৩৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	১৭.৭১	১৮.০৩	১৮.৬১	২৭.৬৮	২৯.২২	২৮.৩১	৩৭২.৮২
আদায় (কোটি টাকা)	৬০.৮৪	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৪.২২	১৫.৭৯	১৭.৪	১৯.২৩	১৯.৯৫	২৪.৮৬	২৭৯.৯২
আদায়ের হার (%)	১০৩.৮৪	৪৭.২৮	৭২.৭	৮৮.১৯	৮০.২৯	৮৮	৯৩	৬৯	৬৮	৮৮	৭৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৯৪৬৭৫	৪৭৮৩৪	৩০০৩৩	১৬৬৩৪	১৫৮১৮	১৬২৩৯	১৩৭৭৯	১২২৫১	১১৩৩৩	৮৬৪৮	৩৫৯৯০
রূপালী ব্যাংক											
বিতরণ (কোটি টাকা)	২৮.৯৫	১৫.২৮	১৬.০৯	১১.০২	১৬.৯৭	১৬.৮৮	২২.৬৯	২১.৭৮	১৫.৬৭	১০.৩৪	১৭৫.৬৭
আদায় (কোটি টাকা)	২৩.০৪	৫.২৭	১০.১৫	১১.৯৫	১২.১৬	১৪.৭৯	১৮.৮৯	২৩.৭৯	১৭.৬৩	৯.০৯	১৪৬.৭৬
আদায়ের হার (%)	১৪২.৪৮	৩৪.৪৯	৬৩.০৮	১০৮.৪৪	৭১.৬৫	৮৭.৬২	৮৩.২৫	১০৯.২২	১১২.৫০	৮৮	৮৩.৫৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩৩৯৭৭	৫৪০২	৫৪৩১	২৮০৪	৪২৪২	৩৪৫৮	৫৬৭২	৭৫২০	৯১৩৪	১১০৪৮	৮৮৬৪৩
মোট											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৩৩১৬.৮৭২	১০৭৮.৬১	১১২৮.৫৩	১২৮১.৪৬	১৯৩১.৪৫	২১৬১.৭১	২৬৪৬.৫৪	১৫০১.৪৭	২১৫৫.২৭	১০৩০.৪৪	২২৮৪৯.৭৭
আদায় (কোটি টাকা)	১১৯৬৩.৫	৬৮৬.১৪	৮৭৯.৬৪	১২৭২.২১	১৬৪৩.৭	১৫৬৯.৪৫	১৫৯১.২	১৪১৮.৫	২১৬৬.৭২	১০৫৭.২৬	২২৪০৩.৬৩
আদায়ের হার (%)	১৬৯.২৬	৬৩.৬১	৭৭.৯৫	৯৯.২৮	৮৫.১	৭২.৬	৬০.১২	৯৪.৪৭	১০০.৫৩	১০২	৯৮.০৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫৫৮৪৭৪০	৪৪৫৫৬৮	৪৯১৮৪৮	৪১৫৭৩৬	৪৮৬৮৭৫	৫৪২০৮৭	৬০১৩৯৩	৪৬৮৫৩৪	৪১৪৯৬৭	২৮৯৭৬৭	১৩৯০৭৩০২

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলী ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারী ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিম্নের সারণি ১৩.১৩ তে কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর'১২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫৮৭১২৩	২৫১৬২৪	৮৩৮৭৪৭	*১৩৩৮.৬২	৯৭.৩৬
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০	২৩০	২৫০	১.৪৪	৯০
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১৩৩২	২১৩৭০	২২৭০২	৪৮৮৫.২৬	৯৫.৪৮
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৬৪৪০৬৮	১১৩৬৫৮	৭৫৭৭২৬	**৬৩২২.৭০	৯৯.৬১
দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	৯৬	২৮৫০৪	২৮৬০০	২৫৬.৫৮	৯৬.০০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২৬৭৭৪৬	৬২৮০৪	৩৩০৫৫০	**৩৫২.৭৮	৯৭.১৭
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৬০১৭	১০৯৪১৮	১১৫৪৩৫	৪৬৫৯.৮২	৬৮.৩৩

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর'১২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২১৪	৮০৭৭	৮২৯১	৬৬৬.৫২	১০০
মোট	১৫০৬৬১৬	৫৯৫৬৮৫	২১০২৩০১	১৮৪৮৩.৭২	

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ। * জানুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত **ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের অঙ্ক ১,০৮,১৬০.১৭ কোটি টাকা ও আদায়ের অঙ্ক ৯৭,২৬১.০৭ কোটি টাকা (সারণি ১৩.১৪)। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

সারণি ১৩.১৪: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ অর্থবিভাগ	বিভাগ/ সংস্থা	জুন ২০০৪ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩(ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর,১২ পর্যন্ত)
অর্থ মন্ত্রণালয়	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (রাকাব)**											
	বিতরণ	১৫৮.৩৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	১৭.৭১	১৮.০৩	১৮.৬১	২৭.৬৮	২৯.২২	২৮.৩১	৩৭২.৮২*
	আদায়	৬০.৮৪	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৪.২২	১৫.৭৯	১৭.৪	১৯.২৩	১৯.৯৫	২৪.৮৬	২৭৯.৯২
	হার (%)	১০৩.৮৪	৪৭.২৮	৭২.৬৯	৮৮.১৯	৮০.২৯	৮৭.৫৯	৯৩	৬৯	৬৮	৮৮	৭৫
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**											
	বিতরণ	৩৭৯১.৬৫	৬৫৪.৮৬	৬৮৩.৭৭	৮৬২.৭৩	৭৯৬.০৬	৬৯১.১৯	৬৭৪.৪৪	৭৩৭.৭৭	৮৭১.৯১	৩৫৪.৩৪	৯৬২৭.১৮
	আদায়	৩২৭৫.৫৯	৪৭৪.১৮	৭২০.০৪	৮৮৭.০৭	৬৮০.৫২	৬৭৭.৫৮	৬৩৪.০১	৬৭০.৮৫	৭৮০.০৯	৩৫৫.৬৮	৮৬৯৫.৩১
	হার (%)	৯১	৮৯	৯৪	৯৩	৯৪	৯৪	৯৩	৯১	৯০	৬০	৯১
	বার্ড											
	বিতরণ	৮৪.৮২	৩.১১	১.৪৫	০.১৫	০.২৩	০.৬৬১	৬.৬৫১	৯.৯৫	.১০		১৬৭.১** জুলাই১২
	আদায়	৮২.৩৬	৫.২৫	১.৭৭	০.১৪	০.২২	০.৪৩	৫.২৯৫	৬.৫৯	.১১		১৬৭.৮৪
	হার (%)	১২৭.৩	১৬৮.০১	১২২.৩	৯৬.১	৯৯.৯৯	৬৫.০৯	৮৬.০৮	৬৬.২৩	১০১.০৫		৯৯.৫৫
	আরডিএ											
	বিতরণ	৯.৬৯	১.৯৪	১.৯৯	২.২৬	৩.৫৭	৬.১৯	৫.৬	৬.৯১	৬.১৯	৩.৬৭	৪৯.১৩***
	আদায়	৯.০৮	১.৩৯	১.৯৮	২.১৬	২.৬৯	৪.৩৮	৫.০৯	৬.২৫	৬.৩৬	৩.৩৫	৪৩.৮৪
	হার (%)	৮৫.৩১	৭১.৬২	৯৯.৫৮	৭৪.৪৬	৮১	৮৩	৭৪	৯০.৪৫	৯৪.৪৬	৯৩.৭২	৮৬.৫৬
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর**											
	বিতরণ	১১.১৩	২৩.৯৯	২৭.৬৫	১৭.৩৮	৪৬.৮১	৪৬.৯২	৫৭.৬৬	৬২.৭৬	-		২৯৪.৩
	আদায়	১০.৩৪	১৩.৩	২৫.০৮	১৭.২৭	২৭.৬৪	২৫.৭১	৩৫.৭৬	৪১.৯৭	-		১৯৭.০৭
	হার (%)	৯২.৯২	৫৫.৪৩	৯০.৭১	৯৮	৬৭	৫৪.৮	৬২	৬৭	-		৬৬.৯৬
	জাতীয় মহিলা সংস্থা											
	বিতরণ	২১.১৩	৫.২৬	৩.৫৮	২.৯৫	১.৯৯		-	.০৩৬	২.৫৬৪	১.০০	৩৮.৫১
	আদায়	২১.২৭	৪.২২	৩.৩৩	১.৭৩	১.২৫	৩.৬৪	০.০৩	-	৪.৯১৯	.০১০৫	৪০.৩৯

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ অর্থবিভাগ	বিভাগ/ সংস্থা	জুন ২০০৪ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩(ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর,১২ পর্যন্ত)
	হার (%)	১৫৭.৫৮	৮০.২৬	৯৩	৫৮.৬৪	৫৭.৯৭	-	-	১০১	১৯১.৮৫	১.০৫	১০৪.৮৮
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	**সমাজ সেবা অধিদপ্তর**											
	বিতরণ	৫৭২.৪৪	৪৪.৫৯	৬১.৮৬	৪১.০২	৬৭.৫৪	৬৪.৮৩	৬৮.১৮	৩০.৮৬	৫১.০৬		১০০২.৩৮
	আদায়	৫২২.১৬	৪০.৩	৫৩.৫৪	৩২.৩৩	৫২.৪১	২৮.৭৯	৫৬.২৬	২৫.৪৯	২৫.০২		৮৩৬.৩
	হার (%)	৭৩	৯০	৭৫	৭৯	৮১	৯৫	৮৯	৮২.৫৯	৯৬		৮৩.৪৩
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	**মৎস্য অধিদপ্তর**											
	বিতরণ	-	২.৫	২	-	-	-	২৩.৮	-	-		২৮.৩
	আদায়	-	-	-	১.০২	২.০৮	-	১৩.০১	-	-		১৬.১১
	হার (%)	-	-	-	৬৮.৯৭	৭১.৫	-	৫৪.৬৬	-	-		৫৬.৯২
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর											
	বিতরণ	৪২.৩৭	১৮.৮১	৫.৪৯		০	৩২.৯৭	-	-	-	-	৯৯.৬৪
	আদায়	১৪.৯৮	৪.৬৬	৫.৬১	১০.৭৪	১৬.৭১	১৩.৯৪	-	-	-	-	৬৬.৬৪
	হার (%)	৭৮.৩৭	২৪.৮	১২.৬	২৫.৪	৪১.৫	৪২.২৮	-	-	-	-	৬৬.৮৮
শিল্প মন্ত্রণালয়	**বিসিক**											
	বিতরণ	১৮৬.৮৯	২৫.৯৪	২২.০৭	১৩.৭১	৪.৩২	৪.৩২	৫.৭৮	-	-		২৬৩.০৩
	আদায়	১৫৪.২১	২৩.২৬	২২.৭১	১৯.৬৭	১০.৫৭	৬.৮	১৩.৯২	-	-		২৫১.১৪
	হার (%)	৯৩.৯৮	৮৯.৬৭	১০২.৮৯	১৪৩.৪৭	২৪৩.৫৪	১৬৩.২৭	-	-	-		৯৫.৫২
	সিরোটসি ট্রাস্ট											
	বিতরণ	২১.৬৪	৯.৭৫	৯.৪১	৯.২৬	৩.৬৪	৭.৩৩	৭.৮৫	১০.৪৬	১১.০৭	৫.৮৭	৮৭.৭৪
	আদায়	১৬.২	৬.৩৬	৮.৩৩	৮.৩১	৩.৫২৮৭	৭.২৫৬	৮.২৪	৯.৯৭	১০.৬৫	৫.২৬	৭৭.৮৫
	হার (%)	৫৩.৮	৬৪.৯৬	৮৯	৯০	৯৬.৯৫	৯৮.৯৯৭	১০৫	৯৫.৩২	৯৩.৫৬	৮৯.৬০	৮৮.৭৩
কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি ঋণ বিতরণ	১৬১৫২.৬১	৪৯৫৬.৭৮	৫৪৯৬.২১	৫২৯২.৫১	৮৫৮০.৬৬	৯২৮৪.৪৬	১১১১৬.৮৮	১২১৮৪.৩২	১৩১৩২.১৫	৭৭২৩.৫৮	৯৩৯২০.১৬
	আদায়	১৫৭৮৫.৪৫	৩১৭১.১৫	৪১৬৪.৩৫	৪৬৭৬	৬০০৩.৭	৮৩৭৭.৬২	১০১১২.৭	১২১৪৮.৬১	১২৩৫৯.০০	৭৯৫২.৫৪	৮৪৭৫১.১২
	হার (%)	১৮১.৯৫৬	৬৩.৯৮	৭৫.৭৬	৮৮.৩৫	৬৯.৯৭	৯০.২৩	৯০.৯৬	৯৯.৭১	৯৪.১১	১০২.৯৬	৯০.২৪
	তুলা উন্নয়নবোর্ড											
	বিতরণ	৩.৫৬৩	০.২৬৪	০.২১৩	০.২৯৪২	০.৩৩৮২	০.৩৪১	০.৪২৯	.৬৪১১	০.৭৬৮৭		৬.৮৪০২
	আদায়	৩.৭৬	০.২৫	০.২২	০.৩১	০.৩৫১২	০.৩৫৩১	০.৪৫১	.৬৬৭৫	.৭৮২৯		৭.১৪৩২
	হার (%)	১০৫.৭	১০১.৬	১০১.৬	১০৪	১০৪	৭৬.০৭	১০২.৫৬	১০৪.১২	১০২		১০৪.৪২
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর											
	বিতরণ	৩০৬.৫৩	৬৯.৭৭	২৭.৮২	৩৫.৩৮	৩১.১৫	১৮.৪৩	১.১৩	-	-		৪৯০.২১
	আদায়	২১৫.৯৯	৫২.২৫	২০.৩৮	৩৪	৪৮.১৬	৩৭.১৭	০	-	-		৪০৭.৯৫
	হার (%)	১৪০.৭৪	৭৫	৭৩	৯৬	১৫৪.৬১	২০১.৬৮	০	-	-		-
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৬৮.৪৩	৮.৭	১০.১৪	৫.৫	৮.৭৬	৪.৩৩	৫.২৫	৪.৭২	৫.৬৯	১.৬৩	১২১.৫২
	আদায়	৫৫.৪৩	৭.২২	৬.৩৭	৩.৮২	৫.৬	৩.১১	৩.১৮	২.৪৫	২.৮৬	.৯১	৯০.৯৫
	হার (%)	৮১	৮২.৯৯	৬২.৮২	৬৯.৪৫	৬৩.৯৩	৭১.৬৭	৬০.৫৯	৫১.৯১	৫০.২৬	৫৫.৮২	৭৪.৮৪
স্থনীয় সরকার বিভাগ	**স্থনীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর**											
	বিতরণ	৫৬.১৮	৩.৩৭	৬	১৬.৩২	৩১.৯৫	৯৩.১৩	৫৭.০৪	৫৮.৬১	৪৫.৯৮		৩৬৮.৫৮
	আদায়	২৩.৭৫	২.৬৬	৩.৩১	৯.২৮	২১.৮	৮৫.০৯	৪৭.৪৬	৫৭.০৬	৪৩.৩৮		২৯৩.৭৯
ফেব্রু১২	হার (%)	১২৪.৭	৯৬	৮৮.৮৯	৯৮	৮৪	৯৪.৬৩	৯৫.৬৬	৯৭.৫	৯৮		৭৯.৭১

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ অর্থবিভাগ	বিভাগ/ সংস্থা	জুন ২০০৪ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩(ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর,১২ পর্যন্ত)
পর্যন্ত												
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর											
	বিতরণ	৫৪৬.২৮	৬২.৮৭	৭৭.৭৭	৬০.০২	৬১.৭৫	৫১.৫২	৬১.০৭	৭০.০৩	৮৪.২৬	৪২.৬৬	১১২২.১৭
	আদায়	৪৬১.২৪	৪৪.৯৮	৫৭.৩৭	৭৪.৪৬	৬১.১৬	৫৬.৩৭	৩৫.১	৬১.৫৯	৭০.০৫	৩৬.৩৬	৯৭৮.৬৮
	হার (%)	১৭৯.৬৬	৭১.৫৪	৭৩.৭৬	১২৪.০৬	১০০.৬৭	১০৯.৪১	৬৯.৫৩	৮৭.৯৫	৮৩.১৩	৮৫.২৩	৮৭.২১
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	রেশম বোর্ড											
	বিতরণ	২৯.৬৫	৯.১৬	৪.৬৮	৩.৩১	০.৬	০.৬৯	১.৫৯২	-	-		৪৯.৬৮
	আদায়	১০.৬৩	৩.১২	৩.৬	৪.০৮	২.৩৪	২.৪৭	২.০৮	-	-		২৮.৩২
	হার (%)	৪৪.৮৬	৩৪.০৬	৫৫.১১	৫৭.৯৫	৪৩.৪১	৮১.৬৫	৫৪.৯৩	-	-		৫৭.০০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ		১০.১৬	৩.৮৬	৮.৬	২.০৮	১.৫৮	৭.০৩	৩.৯৪	১০.২৩	৩.৪০	৫০.৮৮
	আদায়		০.৪১	১.৯৭	২.৮২	২.৮২	২.৭১	২.৮৪	৫.২৫	৯.৮৯	২.০০	৩০.৭১
	হার (%)		২৭	৩৮	৪২	৪২	৩২	৪০.৪	৫৬.০০	৬০.০০	৫৯.০০	৬০.৩৫
মোট	বিতরণ	২২০৬৩.৩৭৩	৫৯৪২.৫৫৪	৬৪৭৫.১৯৩	৬৩৮৬.৩৮৪	৯৬৫৯.১৫৮	১০৩২৬.৯২	১২১১৪.৯২২	১৪১৮৬.৩৯	১৪২৫১.১৯	৮১৬৪.৪৬	১০৮১৬০.১৭
	আদায়	২০৭২৩.২৮	৩৮৬৯.৪৯	৫১২১.২১	৫৭৯৭.৪১	৬৯৫৫.৬৯	৯৩৪৯.২০৯	১০৯৭৫.৮২৬	১৪১০৭.৪৪	১৩৩৩৩.০৬	৮৩৮০.৯৭	৯৭২৬১.০৭
	হার (%)	১৭৬.৬১	৬৫.১১	৭৯.০৯	৯০.৭৭	৭২.০১	৯০.৫৩	৯০.৫৯	৯৯	৯৩.৫৬	১০২.৬৫	৮৯.৯২

* ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ পর্যন্ত।** জুলাই, ১২ পর্যন্ত, *** জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত